বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা

Different Organs of Government and Administrative System in Bangladesh

ইউনিট ৮

ভূমিকা : আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারের কার্যাবলি আইন, শাসন ও বিচার এই তিনটি বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আইন বিভাগ সরকারের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ সেই আইন বাস্তবায়ন করে এবং বিচার বিভাগ প্রণীত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল বিচারকার্য সম্পন্ন ও আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করে। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারের কাজের পরিধি ব্যাপক বিস্তৃত। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্ক ও কাজের সমন্বয় থাকা অত্যন্ত জরুরি। সরকারের সেবা ও কার্যাবলি কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো কেন্দ্রীয় ও মাঠ প্রশাসন এই দু'ভাগে বিভক্ত। সচিবালয়কে ঘিরেই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সকল কাজ পরিচালিত হয়। এই ইউনিটে মূলত সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, বিভাগগুলোর গঠন কার্যাবলি তাদের সম্পর্ক কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও মাঠ প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৬ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৮.১: আইন বিভাগ
পাঠ- ৮.২: নির্বাহী বা শাসন বিভাগ
পাঠ- ৮.৩: বিচার বিভাগ
পাঠ- ৮.৪: তিন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ- ৮.৫: কেন্দ্রীয় প্রশাসন
পাঠ- ৮.৬: বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনসমূহের গঠন ও কার্যাবলি

পাঠ-৮.১ আইন বিভাগ
The Legislature

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আইন বিভাগ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আইন বিভাগের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইন বিভাগ, আইন প্রণয়ন, কক্ষ, সংবিধান, সংশোধন, অভিশংসন, গণপরিষদ ইত্যাদি।

সরকার যে তিনটি বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে, আইন বিভাগ তাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। আইন বিভাগের মূল কাজ আইন প্রণয়ন করা এবং প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা। সরকারের এ অঙ্গ বা বিভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে, সময় ও চাহিদা অনুযায়ী প্রচলিত আইনের সংশোধন ও পরিবর্তন করে এবং প্রয়োজনে বাতিল করে নতুন বিধান প্রবর্তন করে।

আইন সভার প্রকারভেদ

গঠন কাঠামোর দিক থেকে আইনসভা দুই প্রকারের হতে পারে।

(১) এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: একটি মাত্র কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হয়। বাংলাদেশ, চীন, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট।

(২) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত প্রভৃতি দেশের আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট।

আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইন বিভাগের প্রণীত আইনের মাধ্যমে শাসন বিভাগ শাসনকার্য পরিচালনা করে। বিচার বিভাগ আইন সভাতে প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা দেয় এবং সে আইনানুযায়ী অপরাধীর বিচার করে।

আইন বিভাগ নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে

(১) **আইন প্রণয়ন :** আইন প্রণয়ন করা আইনসভার মুখ্য কাজ। গণতন্ত্রে কিংবা একনায়কতন্ত্রে যেকোন ধরনের সরকার ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করে আইনসভা। জনগণের চাহিদা অনুযায়ী আইনসভা নতুন আইন তৈরি করার পাশাপাশি পুরানো আইন সংশোধন, পরিবর্তন ও বাতিল করে থাকে।

(২) **সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন :** সংবিধান দেশের মৌলিক আইন। সংবিধান প্রণয়নের মত গুরুত্বপূর্ণতম কাজটি আইনসভাই করে থাকে। সংবিধান প্রণয়নের সময় আইনসভা গণপরিষদ হিসেবে চিহ্নিত হয়। পরবর্তী সময়ে সংবিধানের যেকোন ধারা সংশোধন, সংযোজন কিংবা প্রতিস্থাপন করা আইনসভার এখতিয়ার।

(৩) শাসন সংক্রান্ত : মন্ত্রিপরিষদ ও রাষ্ট্রপতিশাসিত উভয় ধরনের সরকার ব্যবস্থাতেই আইনসভা শাসন বিভাগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে। আইনসভা সরকারের উচ্চপদাধিকারীদের নিয়োগদান করে। আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তি অনুমোদন করে। সংসদীয় বা রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিরা তাঁদের সরকারি কার্যাবলির জন্য একক ও যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে।

(৪) সরকার গঠন : সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই হল প্রকৃত সরকার। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় সরকার গঠনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আইনসভা করে থাকে। এ ব্যবস্থায় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভা আইসভার অনুমোদন লাভ করা পর্যন্ত কাজ করতে পারে না।

(৫) অর্থ সংক্রান্ত কাজ : আইন সভা জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও ব্যবস্থাপক। প্রতি অর্থবছরে সরকারের সম্ভাব্য আয়-ব্যয় সম্বলিত বাজেট জাতীয় আইনসভায় পাস হওয়ার পর তা কার্যকর হয়। আইনসভার অনুমোদন ছাড়া সরকার কোন করারোপ ও কর সংগ্রহ করতে পারে না এবং কোন অর্থ ব্যয় মঞ্জুর করতে পারে না।

(৬) বিচার সংক্রান্ত কাজ : আইনসভা কিছু বিচার বিভাগীয় কাজও করে থাকে। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন সংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি ও আইনসভাতেই হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের নিষ্পত্তি আইনসভাতে করা হয়।

(৭) জনমত গঠন : আইনসভায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর গঠনমূলক বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে কোন বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত ও জন সচেতনা তৈরি হয়।

(৮) বিবিধ কার্যাবলি : আইনসভা নির্ধারিত কাজের বাইরেও বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে। নির্বাচনী যোগ্যতা নির্ধারণ, প্রশংসা বা নিন্দাজ্ঞাপন, নিজ দলের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ ও ভোটদানের অপরাধে বহিষ্কার, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে স্পিকার কর্তৃক অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন আইনসভার বিবিধ কার্যাবলির অন্তর্ভূক্ত। বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি গঠন রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবজ্ঞাপনও আইন সভার কাজের আওতাভুক্ত।

শিক্ষার্থীর কাজ	আইনসভার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

আইন বিভাগের মূল কাজ জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতি ও সম্মতির ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করা এবং আইন সংশোধন। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পর্ষদ মন্ত্রিসভার গঠন আইন সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, রাষ্ট্রপতির অভিসংশনের মত বিষয়ও আইন সভায় নিস্পত্তি হয়। বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে আইন সভা জনমত গঠনের কাজ করে গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের আইনসভা কত কক্ষ বিশিষ্ট?

(ক) এক (খ) দুই

(গ) তিন (ঘ) কোনটি নয়

২। কোনটি আইন বিভাগের কাজ নয়?

(ক) সংবিধান প্রণয়ন (খ) আইন প্রণয়ন

(গ) অপরাধের দণ্ডদান (ঘ) অভিশংসন

পাঠ-৮.২ নির্বাহী বা শাসন বিভাগ

The Executive Branch

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শাসন বিভাগ কী বলতে পারবেন;
- শাসন বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা করতে পারবেন।
- শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শাসন বিভাগ, সরকারি নীতি, সেবা, কল্যাণ, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি।

আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারের কার্যাবলি আইন, শাসন ও বিচার এই ৩টি বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ৩টি বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সরকারের এ বিভাগ রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করে, রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং দ্রব্য ও সেবা সরবরাহে দায়িত্ব পালন করে। অন্যভাবে বলা যায় শাসন বিভাগ হল সরকারের সেই বিভাগ যা রাষ্ট্রের সব আইন কার্যকর করে এবং সরকারি নীতি প্রয়োগ করে। অধ্যাপক স্যামুয়েল ফাইনার এর মতে শাসন সংক্রান্ত সব কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির সমন্বয়ে শাসন বিভাগ গঠিত।

শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রের চালিকা শক্তি এবং নিত্যদিনের সরকারি কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু। নিচে শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করা হল।

(১) শাসন সংক্রান্ত : রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে শাসনকার্যের মাধ্যমে জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করাই শাসন বিভাগের প্রধান কাজ। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ বন্টন থেকে শুরু করে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে সকল নাগরিকের মৌলিক ও মানবাধিকার বাস্তবায়নের কাজ করে থাকে শাসন বিভাগ।

(২) আন্তর্জাতিক সংক্রান্ত : আন্তর্জাতিক কার্যাবলি বলতে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বুঝায়। বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সঙ্গে সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন এবং প্রতিনিধি প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সরকারের পক্ষ থেকে শাসন বিভাগই সম্পন্ন করে থাকে।

(৩) অর্থনৈতিক কার্যাবলি : আইনসভার অনুমোদন সাপেক্ষে শাসন বিভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট প্রণয়ন করে। নাগরিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কর আদায় ও ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি কার্যাবলি শাসন বিভাগ সম্পন্ন করে থাকে।

(৪) প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত : রাষ্ট্রের সব ধরনের সামরিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি শাসন বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। শাসন বিভাগের প্রধান সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তাঁর নির্দেশেই যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তি স্থাপন হতে পারে।

(৫) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত : বর্তমানে সব ধরনের সরকার ব্যবস্থাতেই আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে আইন কার্যকর হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে শাসন বিভাগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কেননা আইনের বাস্তবায়নের কাজটি করে থাকে শাসন বিভাগ। অনেক ক্ষেত্রেই একটি আইন প্রণয়নের পূর্বে খসড়া আইনটির বিভিন্ন বিষয়ে শাসন বিভাগের মতামত নেয়া হয়। তাছাড়া প্রত্যর্পিত আইন প্রণয়ন (Delegated Legislation) এর কাজ আধুনিককালে শাসন বিভাগের অন্যতম কাজ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

(৬) বিচার সংক্রান্ত : শাসন বিভাগের সর্বাত্মক সহযোগিতা ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ তার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে না। বিচারক নিয়োগ থেকে শুরু করে তাদের সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ অন্য অনেক বিচার বিভাগীয় কার্যাবলি শাসন বিভাগের সহযোগিতার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তাছাড়া শাসন বিভাগের সহযোগিতা ছাড়া বিচার বিভাগ প্রদত্ত রায় বাস্তবায়ন করতে পারবে না।

আধুনিককালে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রই কমবেশি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। জনকল্যাণমূলক কাজ বেড়ে যাওয়া শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর দাবি-দাওয়া মোকাবেলা করা কেবল শাসন বিভাগের মাধ্যমেই সম্ভব। রাষ্ট্রের কার্যপরিধি বেড়ে যাওয়ায় আয়-ব্যয়ের হিসাবও পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বাজেট শাসন বিভাগের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতা ও সঙ্কট সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এক্ষেত্রে শাসন বিভাগকেই বেশির ভাগ সময় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। রাষ্ট্রের বহুমাত্রিক কার্যাবলি সম্পন্ন করতে গিয়েই আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ কী? বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

শাসন বিভাগ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের সর্বাধিক সেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসন বিভাগের কাজের পরিধি ও ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কাজ সম্পন্ন করার পাশাপাশি পররাষ্ট্র সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি সরকারের পক্ষ থেকে শাসন বিভাগ সম্পন্ন করে থাকে। প্রত্যর্পিত আইন প্রণয়ন ও বিচারক নিয়োগের মত কিছু কাজও শাসন বিভাগ সম্পন্ন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সরকারের বিভাগ হল-
i. আইন বিভাগ
ii. স্বরাষ্ট্র বিভাগ
iii. পররাষ্ট্র বিভাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii (গ) i, ii ও iii (ঘ) i ও iii

২। শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ-
i. কল্যাণমূলক কাজের বৃদ্ধি
ii. জনগণের সাথে সরাসরি যুক্ত হওয়া
iii. উন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) ii ও iii (ঘ) সবকটি

পাঠ-৮.৩ বিচার বিভাগ
The Judiciary

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিচার বিভাগ কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের কার্যাবলির ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিচার বিভাগ, অধিকার, ব্যাখাদাতা, রায়, কার্যবিধি, তদন্ত কমিশন, স্বাধীন, নিরপেক্ষ ইত্যাদি।

আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মত বিচার বিভাগও আধুনিক সরকার ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হচ্ছে বিচার বিভাগ।

সরকারের যে বিভাগ প্রচলিত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল বিচারকার্য সম্পন্ন করে তাকে বিচার বিভাগ বলে।
আলফ্রেড ডানিং এর মতে বিচার বিভাগ হল সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ যা জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে এবং এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার রিট জারি করে।
বিচার বিভাগ রাষ্ট্র ও সরকারের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

বিচার বিভাগের কার্যাবলি

আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের কার্যাবলির ব্যাপকতা পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। সাংবিধানিক কার্যাবলির পাশাপাশি আরও অনেক কাজ বিচার বিভাগকে সম্পন্ন করতে হয় যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

১। **বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ও সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান :** আইন বিভাগ প্রণীত আইন ও শাসন বিভাগের কার্যক্রম সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলে। আর এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজটি করে থাকে বিচার বিভাগ। সংবিধানের বিভিন্ন ধারা, উপধারা এবং অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা প্রদান করা বিচার বিভাগের কাজ।

২। **আইনের ব্যাখ্যা প্রদান :** বিচার বিভাগ আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করে ও আইনকে কার্যকর করে। মামলার রায় প্রদানের মাধ্যমে বিচার বিভাগ এ ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে।

৩। **আইন প্রণয়ন করা :** প্রচলিত আইনের মাধ্যমে যদি কোন জটিল মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন করা না যায় সেক্ষেত্রে বিচারকগণ নিজস্ব প্রজ্ঞা ন্যায়বোধ, বিবেক ও অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন আইন সৃষ্টি করতে পারেন। এ ধরনের আইনকে বিচার বিভাগ প্রণীত আইন বলা হয়।

৪। **শাসন সংক্রান্ত :** বিচার বিভাগ বিচার সংক্রান্ত কাজের পাশাপাশি কিছু নির্বাহী কাজও সম্পাদন করে থাকে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে উচ্চ আদালত কর্তৃক অধঃস্তন আদালতগুলোর কার্যবিধিমালা প্রণয়ন। কর্মচারী নিয়োগ, নাবালকের সম্পত্তির জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ ইত্যাদি।

৫। **পরামর্শ দান :** সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়ের মধ্যে কোন ধরনের জটিলতা দেখা দিলে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ পরামর্শের জন্য বিচার বিভাগকে অনুরোধ করলে সংশ্লিষ্ট জটিলতা নিরসনের জন্য বিচার বিভাগ পরামর্শ প্রদান করে।

৬। **তদন্ত কার্য :** রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়ের তদন্তভার অনেক ক্ষেত্রে সরকার বিচার বিভাগের ওপর অর্পণ করে। এক্ষেত্রে সরকার বিচার বিভাগের বিচারকদের নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করে। জনগণের অধিকার সংশ্লিষ্ট এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এ তদন্তকার্যের আওতাভুক্ত থাকে।

৭। **ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা :** সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা বিচার বিভাগের মুখ্য কাজ। সকল ধরনের মামলায় সত্যানুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা এবং নির্দোষ ব্যক্তিকে খালাস দেয়া বিচার বিভাগের দায়িত্ব।

৮। **নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় বিচার বিভাগ অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

বিচার বিভাগ যখন তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ হুমকি ও চাপ থেকে মুক্ত থেকে কেবল সংবিধান প্রচলিত আইন, মূল্যবোধ, বিবেক, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও পেশাদারিত্ব দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়সমূহ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করতে না পারলে রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। নিম্নোক্ত উপায়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় :

১। বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে হবে। যে পদ্ধতিতেই নিয়োগ দেয়া হোক না কেন নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়ায় কোন রকম পক্ষপাতমূলক আচরণ ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া যাবে না।

২। যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত। কারণ বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা কিছুটা হলেও বিচারকদের দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে।

৩। বিচারকরদের চাকরির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে। বিচারকগণ একবার নিয়োগ লাভ করলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থায় নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন।

৪। বিচারকদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চতর বেতন ও পদোন্নতির নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন।

৫। শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত রাখা ছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে বিচারকদের অপসারণ কিংবা পদচ্যুতি সকল ক্ষেত্রে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। তবেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের উপায়গুলো কি কি?

সারসংক্ষেপ

প্রণীত ও প্রচলিত আইনানুযায়ী বিচারকার্য সম্পন্ন করা এবং সকল আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করা বিচার বিভাগের মূখ্য কাজ। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে সংবিধানের সাথে অন্য কোন আইন সাংঘর্ষিক কি না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কাজ বিচার বিভাগের। বিচার প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিশীল থাকাও বিচার বিভাগের দায়িত্ব। নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সর্বোপরি রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সরকারের গুরুদায়িত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সরকারের যে বিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যা দান করে-

(ক) আপিল বিভাগ (খ) বিচার বিভাগ

(গ) নির্বাহী বিভাগ (ঘ) শাসন বিভাগ

২। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায়-

(ক) স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া (খ) জোরদার নিরাপত্তা

(গ) বেতন-ভাতা বৃদ্ধি (ঘ) কোনটি নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৮.৪ সরকারের তিন বিভাগের সম্পর্ক
Relationship among Three Organs of Government

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সরকারের তিনটি বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক থাকা দরকার তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য, সমন্বয়।

একটি রাষ্ট্রে সরকারের তিনটি বিভাগ থাকার ধারণার সূচনা হয় অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তায়। পরবর্তীকালে এটি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেন ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্টেস্কু তাঁর 'দ্য স্পিরিট অভ দ্য লজ' গ্রন্থে ১৭৪৮ সালে। তবে এ ধারণা বিকাশ লাভ করেছে সংবিধানবাদ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। আধুনিক রাষ্ট্রে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। এ কাজগুলো সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ সম্পন্ন করে থাকে। উদারনৈতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারের উপরোক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানই উপস্থিত এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন থাকে। এটি নিশ্চিত করতে না পারলে রাষ্ট্রের অনেক কার্যক্রমেই জটিলতা সৃষ্টি হয়।

তিনটি বিভাগের স্বাধীন উপস্থিতির অর্থ হল প্রতিটি বিভাগ পরস্পর থেকে আলাদা থাকবে এবং তাদের নির্ধারিত ভূমিকা ও কার্যাবলি স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করবে। স্বাধীনভাবে কাজ করায় অর্থ এই নয় যে, বিভাগগুলো স্বেচ্ছাচারি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এজন্য একটি আরেকটির ওপরে নজরদারি করতে পারবে। নির্বাহী বিভাগ যেন ইচ্ছে মত চলতে না পারে তা আইনসভা ও বিচার বিভাগ দেখবে। আইনসভার সদস্যগণ যেন এমন আইন তৈরি করতে না পারেন, যা নাগরিক অধিকার সীমিত করে তা দেখার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। এ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় 'চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স' বা নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বাধীন করেছে এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির মাধ্যমে বিভাগগুলো যেন স্বেচ্ছাচারি হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য একটি আরেকটিকে নিয়ন্ত্রণের ম্যধ্যমে এক ধরনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এই দুই নীতি রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় যত সহজে কার্যকর করা যায় সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা তত সহজে পারা যায় না। কারণ নির্বাহী বিভাগ আইন বিভাগ বা আইনসভার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষমতার বিভাজন ও ভারসাম্য না থাকলে গণতন্ত্রের যাত্রা ব্যাহত হবে এবং আধুনিক উদার নৈতিক রাষ্ট্রের চরিত্র প্রশ্নবিদ্ধ হবে। যেকোন সরকার ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে হলে আইন, শাসন ও বিচার এই তিন বিভাগের কাজের সমন্বয় জরুরি। আবার একই রকম জরুরি হচ্ছে একে অপরের কাজের ওপর নজর রাখা এবং স্বাধীনভাবে কাজ করা।

বাংলাদেশে বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় তিনটি বিভাগ পরস্পরের সাথে ওতোপ্রতোভাবে সম্পৃক্ত। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে এবং শাসন বিভাগ সেই আইন বাস্তবায়ন করে থাকে। বিচার বিভাগ আইনের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করে। সংসদীয় সরকারে নির্বাহী বিভাগের প্রধান প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আইনসভায় আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিচার বিভাগ প্রণীত আইন বা আইনের কোন অংশ সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা তা যাচাই-বাছাই করে এবং ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে থাকে। তিনটি বিভাগের মাঝে কোনো একটি বিভাগ যদি অসহযোগিতা করে তাহলে আইনের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এজন্য এই তিন বিভাগের মাঝে সমন্বয় থাকা জরুরি।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি কেন প্রয়োজন?

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি মোতাবেক রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পৃথক থাকবে । আবার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির কারণে তিন বিভাগের কোনটিই স্বেচ্ছাচারি হয়ে উঠতে পারবে না। এক বিভাগ অন্য বিভাগের উপরে হস্তক্ষেপ করবে না, তবে একে অন্যের কাজের ওপর নজর রাখতে পারবে। আধুনিক রাষ্ট্রর মূল লক্ষ্য জনকল্যাণ নিশ্চিত করা, তাই তিনটি বিভাগের ভূমিকা ও কার্যাবলি জনকল্যাণমুখী হবে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সমন্বয় থাকা অত্যন্ত জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মন্টেস্কু এর বইয়ের নাম কী?

(ক) ডাস ক্যাপিটাল খ) দ্য প্রিন্স

(গ) লেভিয়াথান (ঘ) দ্য স্পিরিট অব দ্য লজ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

জনাব ফেরদৌস আলম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যম পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা। তিনি রুটিন মাফিক বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কার্যক্রমের সমন্বয় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভা থেকে নির্দেশিত বিষয়েও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্ভূক্তি দিয়ে থাকেন। সম্প্রতি তিনি দীর্ঘদিন বেদখলে থাকা একটি সরকারি জমি উদ্ধারে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন।

২। জনাব ফেরদৌস যেসব ভূমিকা পালন করছেন-

i. শাসন বিভাগের

ii. আইনের খসড়া প্রস্তুত

iii. বিচারিক দায়িত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৮.৫ কেন্দ্রীয় প্রশাসন
Central Administration

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- কেন্দ্রীয় প্রশাসনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে করবেন;
- সচিবলায় এবং মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কেন্দ্রীয় প্রশাসন, স্তর, মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, পদসোপান, প্রশাসনিক সংগঠন, আমলাতন্ত্র।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ আধার, যা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় প্রশাসন বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামোর প্রথম স্তর। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মূল অংশ। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দুটি অংশ। তা হল-রাজনৈতিক অংশ ও অরাজনৈতিক অংশ। অরাজনৈতিক অংশ আমলাতন্ত্র নামে পরিচিত। সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার এর মতে "আমলা হল সরকারের স্থায়ী, বেতনভুক্ত ও প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী"। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই অরাজনৈতিক অংশ প্রশাসনের রাজনৈতিক অংশকে সহযোগিতা করে। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রকৃত প্রধান। তবে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হল মহামান্য রাষ্ট্রপতি। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। প্রশাসনিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তাছাড়া সরকারের সকল কার্যাবলি রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে সম্পাদিত হয়।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন

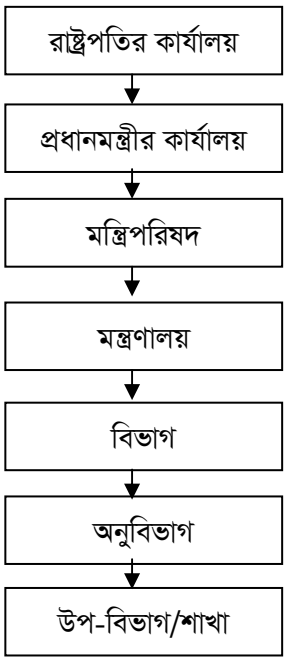

বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো

সচিবলায়ঃ সাধারণভাবে যেকোন দপ্তরই সচিবালয় এবং আক্ষরিক অর্থে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অর্থাৎ সচিব যেখানে কর্মরত থাকে তাই সচিবালয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনেকগুলো মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়াধীন বিভাগসমূহ নিয়ে যে প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে ওঠেছে তাই বাংলাদেশ সচিবালয়। সচিবদের কর্মস্থল থেকে সচিবালয় নাম হলেও সেখানে অনেক জনপ্রতিনিধি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। ক্ষমতার স্নায়ুবিন্দু হিসেবে সচিবালয় সরকারের কর্মসূচি নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করে থাকে। সচিবালয়ের কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের নীতি নির্ধারণে সাহায্য করার পাশাপাশি মন্ত্রীদের সংসদীয় সমালোচনা ও প্রশ্নের উত্তর প্রণয়ন এবং তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করে থাকেন।

মন্ত্রণালয় : মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান হিসেবে মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে সচিব দয়িত্ব পালন করে থাকেন। মন্ত্রণালয় সচিবালয়ের একটি সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক শাখা। বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়গুলো নিদিষ্ট দায়িত্ব পালন করে থাকে। যেমন শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষাবিষয়ক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্যবিষয়ক নীতি নির্ধারণ করে থাকে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে এক বা একাধিক বিভাগ বা দপ্তর এবং উপবিভাগ বা শাখা থাকে। বিভাগ বা দপ্তরগুলো মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ থেকে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকে। উপবিভাগ বা শাখাগুলো বিভাগের অধীন ন্যস্ত থাকে। বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত আদেশ, নির্দেশ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে এসব উপবিভাগ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ সচিবালয় কী?

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের প্রশাসনিক স্তর ব্যবস্থার প্রথম স্তর হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রশাসন। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয়। মন্ত্রণালয়ের সকল কাজ এবং প্রশাসনিক সকল সিদ্ধান্ত সচিবালয় থেকে গৃহীত হয়। মন্ত্রণালয়গুলো বিভিন্ন বিভাগ/ দপ্তর এবং উপবিভাগ/ শাখা নিয়ে গঠিত হয়। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকেন একজন মন্ত্রী। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সচিবালয় থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও স্থানীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রশাসনের অরাজনৈতিক অংশ কী নামে পরিচিত?

(ক) জনতন্ত্র (খ) কর্মীতন্ত্র

(গ) প্রশাসনতন্ত্র (ঘ) আমলাতন্ত্র

২। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অংশ-

i. রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

ii. ঢাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

iii. মন্ত্রণালয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৮.৬ বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনসমূহের গঠন ও কার্যাবলি
Structure and Functions of Local Administration of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- স্থানীয় প্রশাসন কী তা বলতে পারবেন;
- স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন শাখার গঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- স্থানীয় প্রশাসনসমূহের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্থানীয় প্রশাসন, রাজস্ব, পদমর্যাদা, সমন্বয়, নীতিমালা, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন।

বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামোর দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে স্থানীয় প্রশাসন বা মাঠ প্রশাসন। প্রথম স্তরটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রশাসন। স্থানীয় প্রশাসনের প্রথম ও সর্বোচ্চ ধাপ হচ্ছে বিভাগীয় প্রশাসন। এর দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে জেলা প্রশাসন এবং তৃতীয় বা সর্বনিম্ন ধাপে রয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

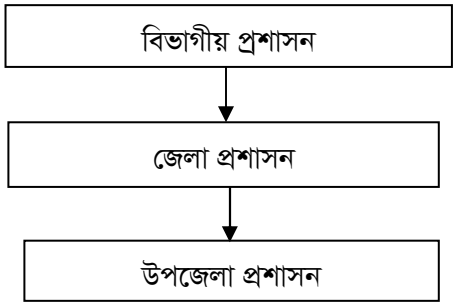

ছক ১: বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন

বিভাগীয় প্রশাসনের গঠন

বিভাগীয় প্রশাসনের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে একজন বিভাগীয় কমিশনার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য কয়েক জন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ও অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ রয়েছেন। বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তাঁর পদ মর্যাদা জেলা প্রশাসকের উপরে এবং রাজস্ব বোর্ডের সদস্যদের নিচে। বাংলাদেশে বর্তমানে বিভাগীয় কমিশনার যুগ্ম সচিবের পদমর্যাদা সম্পন্ন।

বিভাগীয় প্রশাসনের কার্যাবলি/বিভাগীয় কমিশনারের কার্যাবলি

১. বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকগণের কাজের সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।
২. তিনি নিজ বিভাগের রাজস্ব সংগ্রহ ও তত্ত্বাবধান এবং রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করে থাকেন।
৩. বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয় সাধন করেন।
৪. বিভাগীয় কমিশনার বিভাগের প্রধান হিসেবে শিক্ষামূলক কাজ, সেবামূলক কাজ এবং ক্রীড়া ও সংস্কৃতিবিষয়ক কাজের তদারকি করেন এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
৫. বিভাগের যাবতীয় কাজের সার্বিক পরিস্থিতি তিনি সরকারকে অবহিত করেন।

জেলা প্রশাসনের গঠন

স্থানীয় প্রশাসনের দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে জেলা প্রশাসন। ডেপুটি কমিশনার (DC) বা জেলা প্রশাসক এ প্রশাসনের প্রধান। জেলা প্রশাসনিক কাঠামোতে একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ADC) থাকেন। একাধিক সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও সহকারী কমিশনার এবং অন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারির থাকেন। বাংলাদেশে বর্তমানে জেলা প্রশাসক উপসচির পদমর্যদা সম্পন্ন।

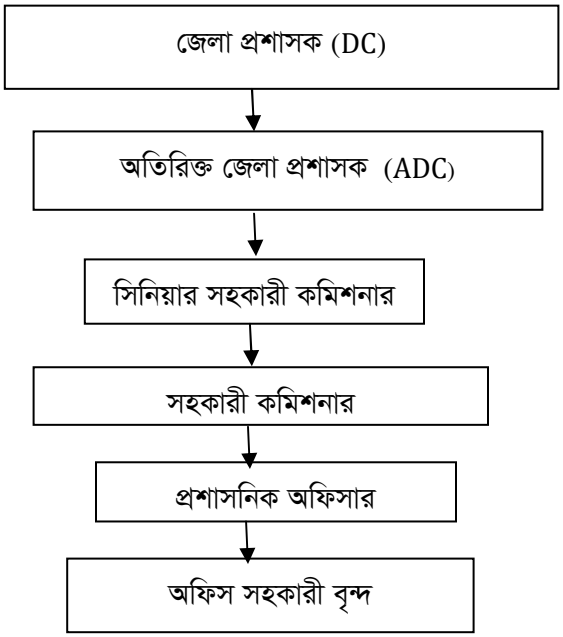

ছক-২:

বাংলাদেশের জেলা প্রশাসন

জেলা প্রশাসনের কার্যাবলি/জেলা প্রশাসকের কার্যাবলি

১. বাংলাদেশ সচিবলায় হতে প্রেরিত সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা অধঃস্তন সহকর্মীদের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করেন।
২. জেলায় অবস্থিত সরকারের বিভিন্ন দফতরের সাথে সংযোগ রক্ষা করেন এবং প্রয়োজনে এগুলোর কাজের তদারকি করেন।
৩. জেলা প্রশাসক সরকার ও জনগণের সাথে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করেন। সরকারের নীতি ও কর্মসূচিসমূহ তিনি জনগণকে অবহিত করেন। একই সাথে জেলার প্রকৃত চিত্র তিনি সরকারের কাছে তুলে ধরেন।
৪. জেলার সকল ধরনের কাজ ও কর আদায় করে থাকেন।
৫. জেলার সকল ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহ দান প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নির্দেশাবলী প্রদান করে থাকেন
৬. জেলা প্রশাসক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

উপজেলা প্রশাসনের গঠন

স্থানীয় প্রশাসনের সর্বশেষ স্তর হল উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা প্রশাসনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কেন্দ্রীয় প্রশাসন কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করে থাকেন।

উপজেলা প্রশাসনের কার্যাবলি

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলার সিদ্ধান্ত ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন।
২. উপজেলার রাজস্ব ও বাজেট তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করেন।
৩. অধীনস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কাজের তদারকি করেন।
৪. উপজেলার সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন।
৫. সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	জেলা প্রশাসনের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন গঠিত। স্থানীয় প্রশাসন তিনটি স্তরের প্রধান ব্যক্তি হলেন কেন্দ্রীয় প্রশাসন থেকে প্রেরিত ও নিয়োগকৃত জনবলের অংশ। তারা সব সময় কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রেখে সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্থানীয় প্রশাসনের অংশ-
i. উপজেলা প্রশাসন
ii. বিভাগীয় প্রশাসন
iii. জেলা প্রশাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটি নয়

২। কোন প্রশাসনটি স্থানীয়ভাবে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের মত কাজ করে?
(ক) উপজেলা পরিষদ (খ) জেলা পরিষদ
(গ) ইউনিয়ন পরিষদ (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.১ ঃ ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.২ ঃ ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৩ ঃ ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৪ ঃ ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৫ ঃ ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৬ ঃ ১। গ ২। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

'ক' নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ প্রতিষ্ঠানটির সঠিক পরিচালনা এবং সাধারণ সদস্যগণের অধিকার হবার উদ্দেশ্যে এর কার্যক্রমকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। তার মধ্যে একটি বিভাগের দায়িত্ব হল জনসেবার কার্যক্রম পরিচালনা। আর একটি বিভাগ কেবল নিয়মনীতি প্রণয়ন করবে, তাছাড়া তৃতীয় বিভাগটি নিয়মনীতি অনুযায়ী ন্যায় নিশ্চিত করবে। এক সময় দেখা গেল জনসেবা পরিচালনা বিভাগটি কার্যক্রম অধিক বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধিগণ সভা করে বিভাগগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

(ক) সরকার কী? ১

(খ) সরকারের বিভাগ কয়টি ও কি কি? ২

(গ) উদ্দীপকের ভাষ্য অনুযায়ী শাসন বিভাগের কাজ বর্ণনা করুন। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের আলোচক সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়? ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

রহিম, দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। বিভিন্ন শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন। পরবর্তীতে সে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে সরকারের একটি বিভাগে চাকরি লাভ করেন। যোগদান করার পর সে লক্ষ করলেন অন্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ একই পদ্ধতিতে নিয়োগ পেলেও কয়েকজন জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। সেই প্রতিনিধিই দপ্তরের প্রধান। এখান থেকেই সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা হয়। মাঠ পর্যায়েও দেখা যায় তাঁর মতো অনেকে সে নীতির আলোকে কাজ করছে। প্রথম দিকে বুঝতে অসুবিধা হলেও পরে বুঝতে পারেন যে, পুরো কাঠামোটি কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত এবং বিভিন্ন রকমের ব্যক্তিবর্গ এই কাঠামোতে কাজ করছে।

(ক) বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা কয় স্তর বিশিষ্ট? ১

(খ) কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাঠামো উল্লেখ করুন। ২

(গ) উদ্দীপকে রহিম সরকারের কোন বিভাগে কাজ করে, সে বিভাগের গঠন কাঠামো বর্ণনা করুন। ৩

(ঘ) উদ্দীপক অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের যেকোন একটি প্রশাসন ব্যবস্থার পরিচয় বর্ণনা করুন। ৪